প্রথম আলো

তারিখ ... JUL 25 2006 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দপুর কেন্দ্রে উত্তরপত্র জালিয়াতি

এম আর আলম ঝন্টু, *সৈয়দপুর (নীলফামারী)*

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) ২০০৩ সালের (অনুষ্ঠিত হয় ২০০৪ সালে) এসএসসি পরীক্ষায় কেন্দ্রের বাইরে থেকে উত্তরপত্র লিখে এনে জমা দেওয়া হয়েছে। এভাবে এক পরীক্ষার্থীকে পাস করানো হয়েছে। আর ওই পরীক্ষার্থী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্রের সমন্বয়কারীর স্ত্রী। বিষয়টি জেনে যাওয়ায় এক শিক্ষককে পড়তে হয়েছে রোষানলে। হারাতে হয়েছে চাকরি। ঘটনাটি নীলফামারীর সৈয়দপুর পাইলট উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ঘটেছে। চাকরি হারানো শিক্ষক নূরুল ইসলাম ফারুক এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বাউবি কেন্দ্রের সমন্বয়কারী মো. আনোয়ারুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন। তবে তিনি এর জন্য দায়ী করেন শিক্ষক নূরুল ইসলামকে। তিনি বলেন, 'বাইরে থেকে উত্তরপত্র সরবরাহ করে তার স্ত্রীকে পাস করানো হয়েছে। কিন্তু এর নীল নকশাকারী হচ্ছেন শিক্ষক ফারুক। পরিবর্তন করা বাউবির খাতাগুলো তার কাছে আছে। এ কারণে আমি তার কাছে জিম্মি।'

নূরুল ইসলাম ফারুক জানান, 'প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী সেলিনা বেগম ২০০৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেন। প্রধান শিক্ষক তার ভাতিজার মাধ্যমে বাইরে থেকে খাতা লিখিয়ে আনেন। পরে উত্তরপত্র পরিবর্তন করে তা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। এভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তার স্ত্রী। বিষয়টি ধরা পড়ে আমার চোখে। এরপর থেকে প্রধান শিক্ষক আমাকে আড়চোখে দেখেন। কিন্তু আমি চাকরি হারানোর ভয়ে সব চেপে যাই।'

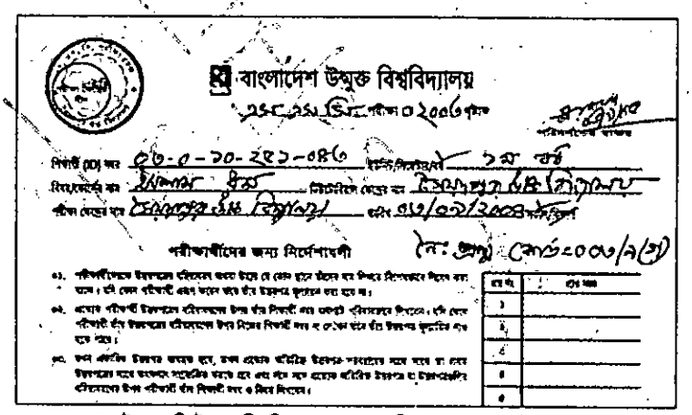

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশাবলী

কেন্দ্রে লেখা এই খাতাটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা হয়নি, জমা হয়েছে বাইরে থেকে লেখা খাতা

আনোয়ারুল ইসলাম দাবি করেন, নূরুল ইসলাম ফারুক বাউবির কেউ নন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে কোনো তৃতীয় বিভাগধারী শিক্ষক সেখানে শিক্ষকতা করার যোগ্য নন। ফারুকের ছিল একটি পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ। এ কারণে বাউবির শিক্ষক করা না গেলেও অনিয়মিতভাবে তাকে দিয়ে করানো হচ্ছিল কেন্দ্রের হিসাবপত্রের কাজ।

তিনি অভিযোগ করেন, '২০০৪ সালের বাউবির এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণের ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ফারুক আত্মসাৎ করেন। পরে আত্মসাৎ করা টাকা উদ্ধার হয়। এ ছাড়া ২০০৫ সালে এসএসসি কোর্সের ফরম বিক্রি করা প্রায় ২ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন তিনি। সম্প্রতি ফারুকের হাত থেকে বাউবির দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। এ কারণে তিনি শাহতাব উদ্দিন নামে এক কবিরাজের মাধ্যমে জিন ডেকে আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন।'

ফারুক বাউবির কেউ নন, তাহলে তাকে দপ্তরের কাজ দেওয়া হলো কেন—জানতে চাওয়া হলে আনোয়ারুল ইসলাম জানান, আসলে প্রতিষ্ঠানের সবাই তাকে বিশ্বাস করতেন। এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়।

শিক্ষক নূরুল ইসলাম ফারুক পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিসংক্রান্ত লেনদেন সম্পূর্ণ ব্যাংকের মাধ্যমে হয়। সেখানে টাকা আত্মসাতের কোনো সুযোগ নেই। আমাকে ফাঁসানোর জন্য আমার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ তোলা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক আমাকে বারবার হুমকি দিয়েছেন, চাকরি না ছাড়লে চরম সমস্যায় পড়তে হবে। গত ৪ মার্চ আমার কাছ থেকে জোর করে ইস্তফাপত্র লিখে নেওয়া হয়।

হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, প্রধান শিক্ষকই আমাকে পুলিশ দিয়ে নির্যাতন করার হুমকি দিয়েছেন। এ কারণে আমি ১ এপ্রিল সৈয়দপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছি। পরে গত ২৭ জুন আদালতে মামলা করেছি।

বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি সৈয়দপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শামসুল আলম বলেন, 'উভয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো তদন্ত করে দেখা হবে।'

বাউবির পরীক্ষায় উত্তরপত্র কারচুপি প্রসঙ্গে সৈয়দপুরের সমন্বয়কারী কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম বলেন, 'সৈয়দপুর অফিসে আমি নতুন যোগ দিয়েছি। কাজেই এ প্রসঙ্গে কথা বলা আমার জন্য কঠিন।'

তৎকালীন কর্মকর্তা ও বর্তমানে বাউবির সহকারী পরিচালক মেজবাহ উদ্দিন জানান, উত্তরপত্র নিয়ে কোনো কারচুপি হলে তা কেন্দ্র সমন্বয়কারীরই জানার কথা। এ নিয়ে কেন অনিয়ম করলেন তা তিনিই ভালো বলতে পারেন। যেকোনো অনিয়মের দায়-দায়িত্বও কেন্দ্র সমন্বয়কারীর ওপর বর্তায়। এ ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।